Diamond Comics
DB - 489
Rs. 15.00
U.S. $ 0.45

প্রাণ

চাচা চৌধুরী আর গুঁফো দৈত্য
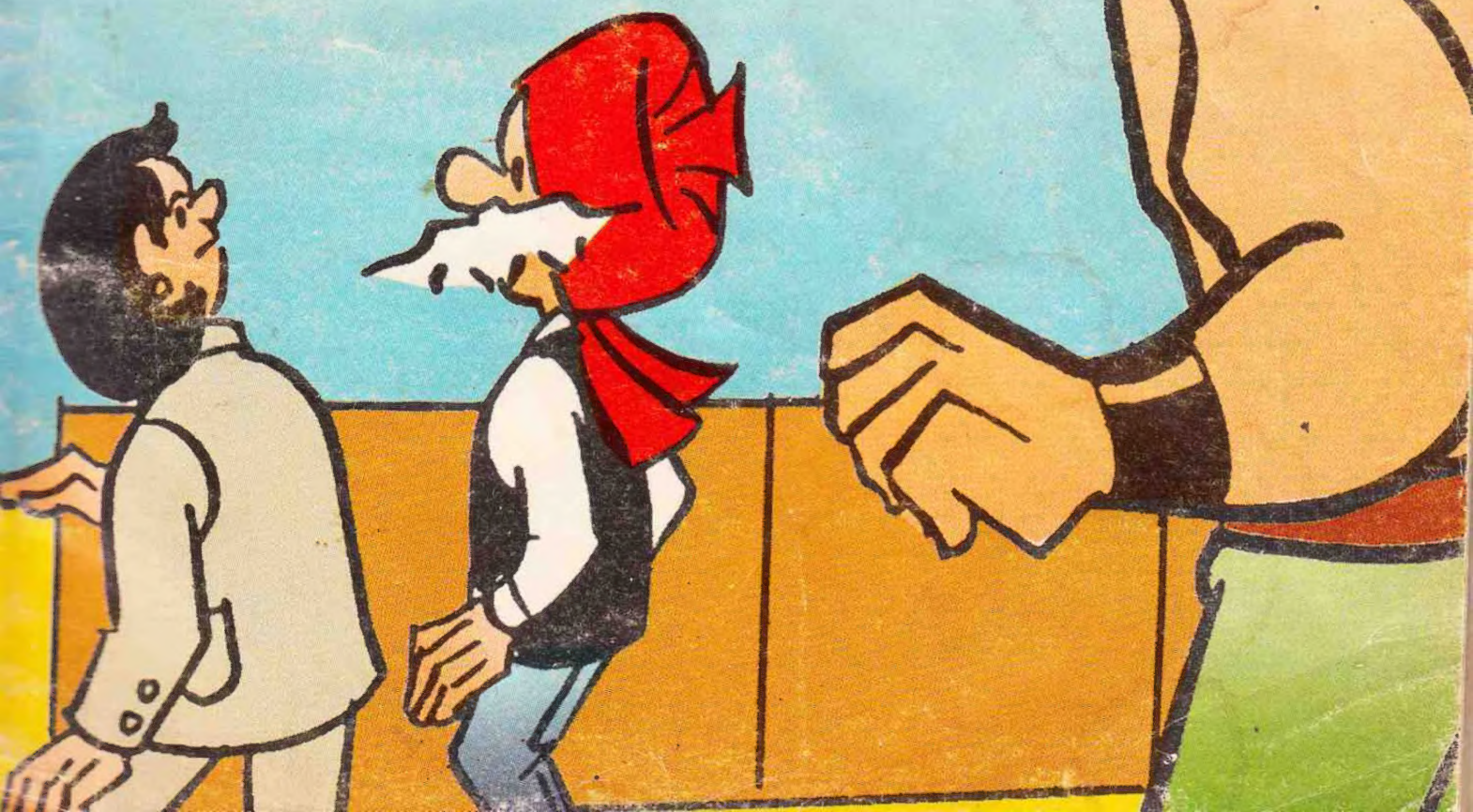
পাগড়ীর কারসাজি

শহরের লাইব্রেরীতে রোজ হাজার-হাজার লোক বই পড়তে আসে!

লাইব্রেরী

নিকাশ

নিকাশ

একদিন লাইব্রেরীর এক ক্লার্ক, ডায়রেক্টারের কাছে এল।

স্যর! কিছুদিন ধরে লাইব্রেরীর বই চুরি হয়ে যাচ্ছে!

ডায়রেক্টর

এ তো সাংঘাতিক কথা! এ তো শুধু সরকারের ক্ষতি নয়, বরঞ্চ হাজার হাজার সেই সব লোকের যারা সেই চুরি যাওয়া বই গুলো পড়তে পায়নি।

এই সব বইগুলো কারা চুরি করে?

কি জানি? সারাদিনে হাজার হাজার লোক বই পড়তে আসে।

আমরা কারুর তল্লাসী তো নিতে পারিনা।

সমস্যাটা দেখছি বড়ই প্যাঁচালো !

আর যখন সমস্যা প্যাঁচালো হয় তখন একজন লোকই আছে যে সমাধান করতে পারে সে হলো আমাদের গ্রেট চাচা চৌধুরী !

আমি ওঁনাকে ডাকতে যাচ্ছি!

চাচাজী ! আমাদের লাইব্রেরী থেকে রোজ বই চুরি যাচ্ছে। চোর আপনাকে ধরতে হবে.

চলো দেখি, কে জনসাধারণের ক্ষতি করছে ?

চাচাজী, এ আপনি কি করছেন ?

আমি মেঝেতে ওয়াক্স মানে মোম ঘষছি, তাতে মেঝেটা চকচকে আর পিছলা হয়ে যাবে !

লাইব্রেরী

নিকাশ

নিকাশ

এবারে মজা দেখতে পাবে ।

নিকাশ

লাইব্রেরী

নিকাশ

ওফ্!
নিকাশ
নিকাশ
ফ্যাচাং

দাদা! একটু সামলে!

নিকাশ লাইব্রেরী নিকাশ

আউ!

এ ব্যাটাই চোর। ও তার
বড় পাগড়ির তলায় করে
বই পাচার কোরতো সবার
চোখে ধুলো দিয়ে।

নিকাশ

একে পুলিসের হাতে
তুলে দাও!

PRAN'S FEATURES, NEW DELHI-28
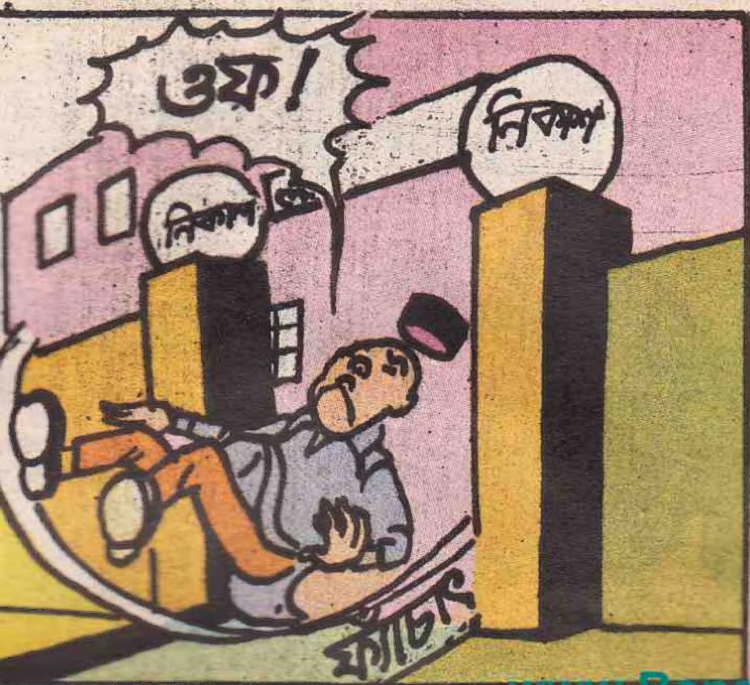
সাবুর লেপ

চাচাজী! এত তুলো কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন? ব্যাবসা শুরু করলেন নাকি!

না, শীতকাল আসছে। তাই সাবুর জন্যে লেপ বানাতে হবে।

আচ্ছা! আমি আসি!
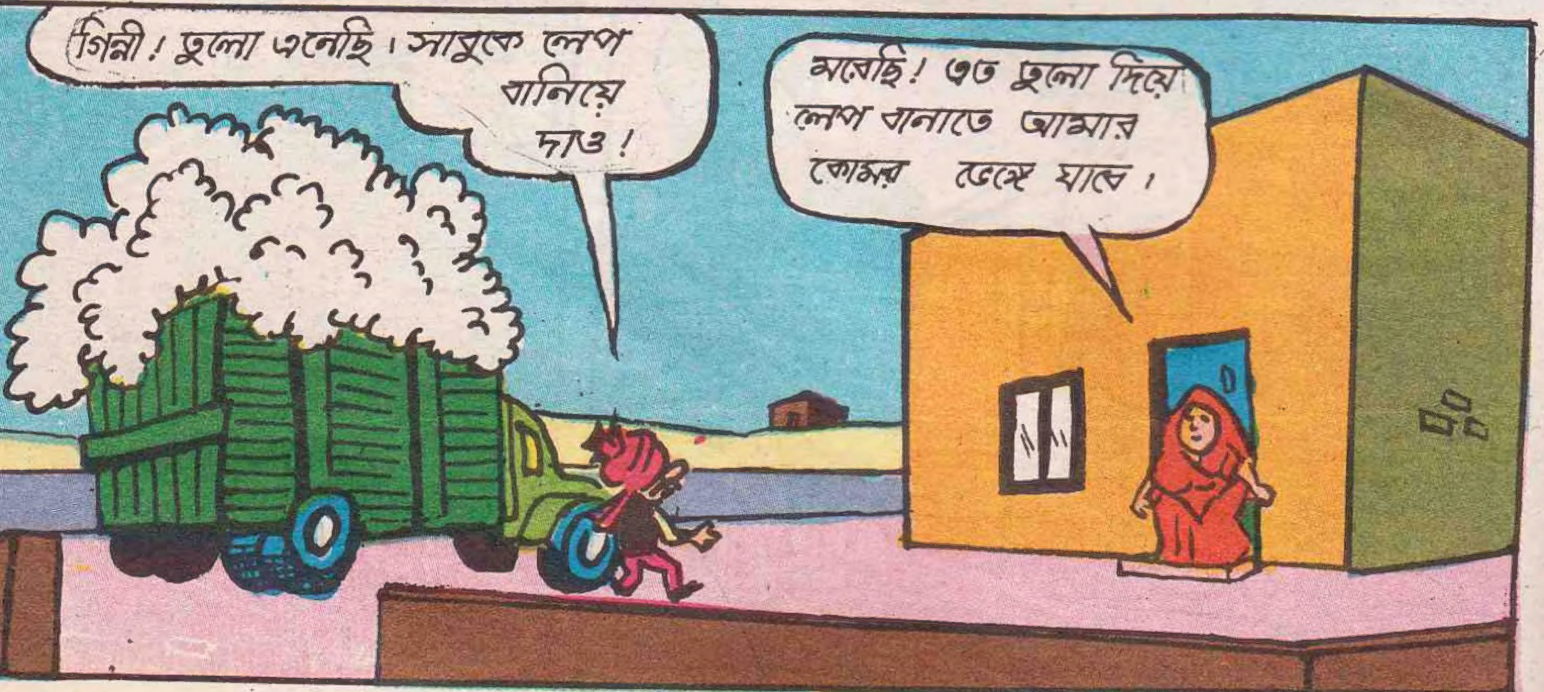
গিন্নী! তুলো এনেছি। সাবুকে লেপ বানিয়ে দাও!

মরেছি! এত তুলো দিয়ে লেপ বানাতে আমার কোমর ভেঙ্গে যাবে।

দিনরাত লেগে চাচী সাবুর লেপ তৈরী করলেন।
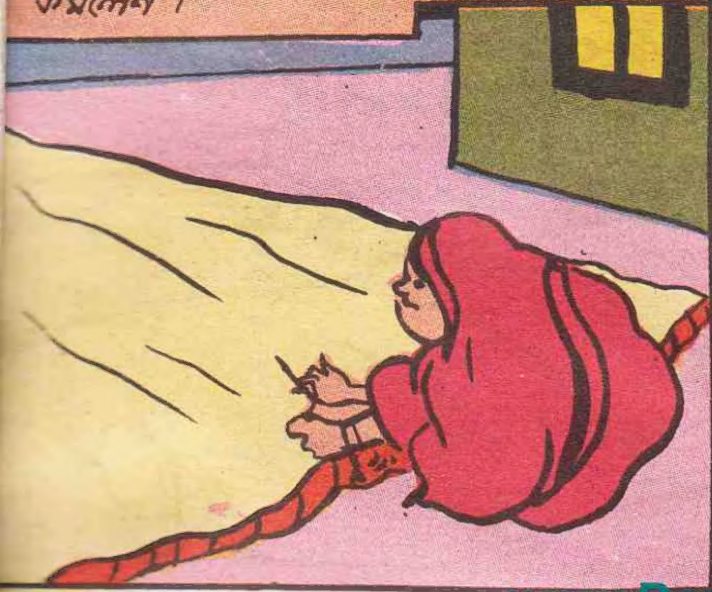
আর কিছুদিন পরে··

নাও লেপ তৈরী গেছে। সাবুকে ডেকে আন।
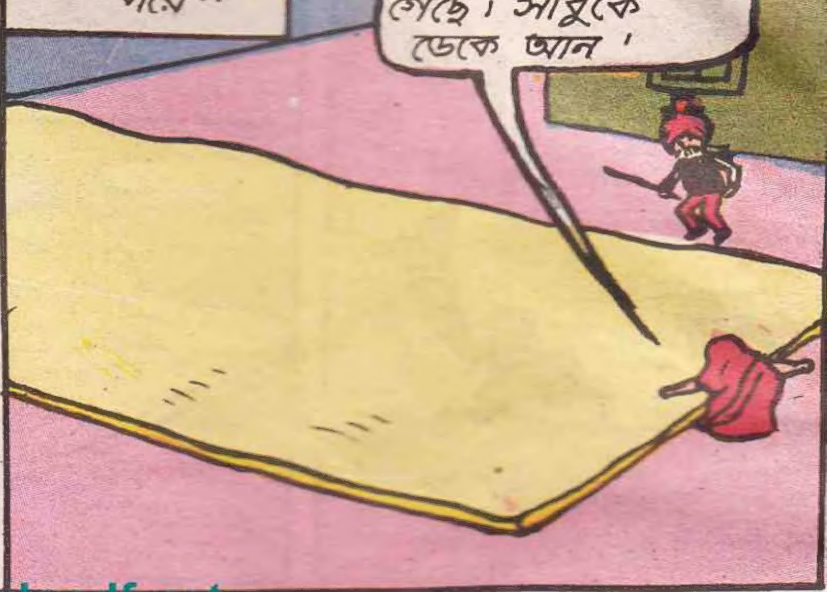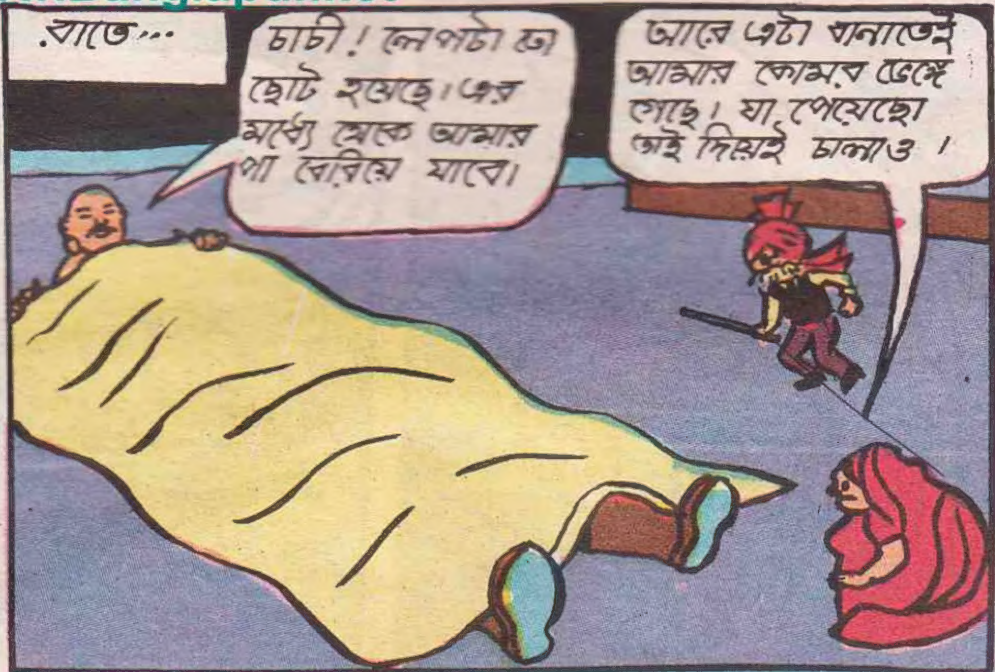
সাবু! আজ রাতে লেপটা গায়ে দেবে। তাহলে তোমার ঠাণ্ডা লাগবেনা।

আচ্ছা।

রাতে···

চাচী! লেপটা তো ছোট হয়েছে। এর মধ্যে থেকে আমার পা বেরিয়ে যাবে।

আরে এটা বানাতেই আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে। যা পেয়েছো তাই দিয়েই চালাও।

কটু দূরে:..

টিনচিন! সাবুর কি খবর?

চিংচো! ও লেপ নিয়ে শুয়ে আছে।

ঠিক আছে, আমি এক কোপে ওর মাথা ধড় থেকে আলাদা করে দিচ্ছি।

চলো!

সাবু! তোর ঘুমের মধ্যে মরণ লেখা ছিল

ঘ্যাঁচ

ওহো! এ কি হলো?

সাবু?

তাহলে ওই লেপের তলায় কে ছিল?

সাবু লেপটা তুললো

কেউ না, চাচাজী আমাকে বলেছিলেন যে আজ রাতে আমার বিপদ আছে। তাই আমি লেপের নিচে গাছের গুঁড়ি রেখে দিয়েছিলাম।

পালাও!
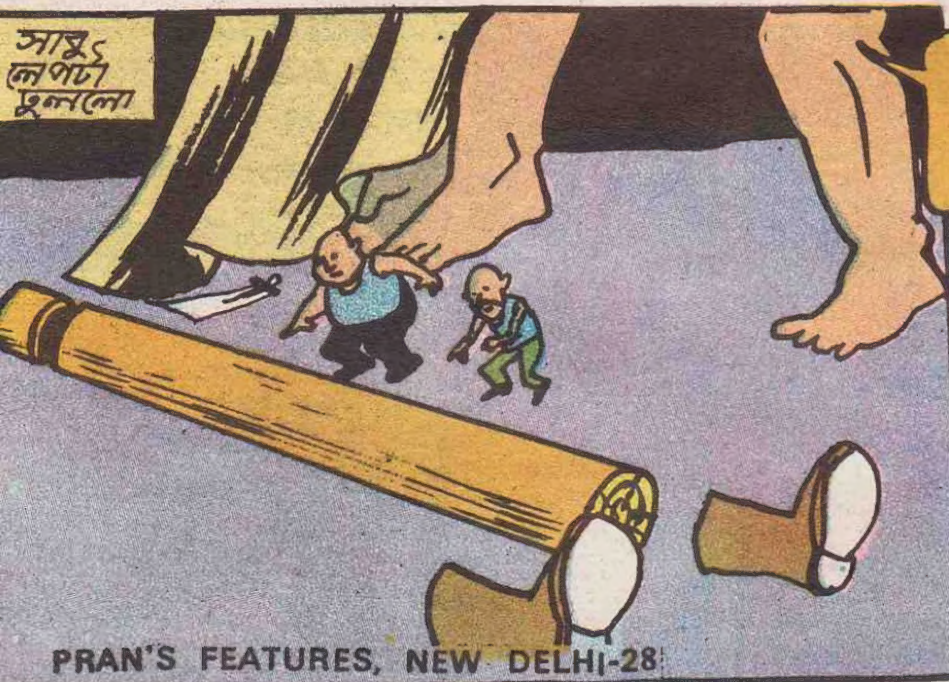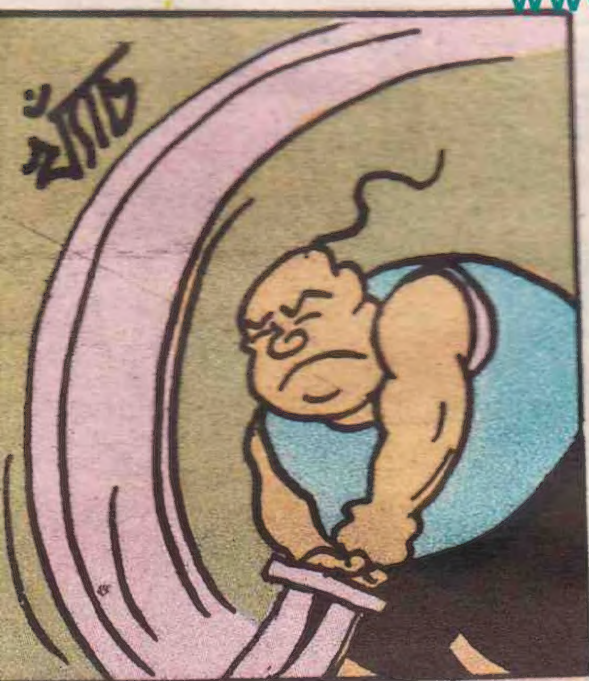
গুঁফো দৈত্য

সাবু! এ কার কাঁন্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে?

উঁ-হু-হু!

চাচাজী! এদিকে দেখুন!

উঁ-হু-হু!
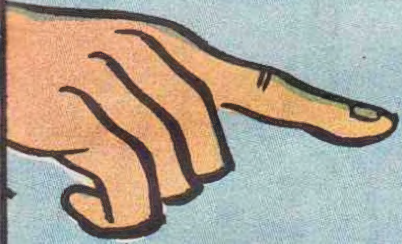
তুমি কে? আর কেন এখানে বসে কাঁদছ?

আমি পাতাললোকের সূর্যমুখী জাতির রাজকুমার। এক গুঁফো দৈত্য আমার রানী স্বপ্নাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

চিন্তা কোরোনা, রাজকুমার! সাবু তোমার রানীকে উদ্ধার করবে।

আমাদের তুমি বন্ধু মনে করবে!

চলো. দেখি, কে এই গুঁফো দৈত্য ?
দৈত্য ওই গুহায় থাকে

মনে হয় ও বাইরে গেছে
আরে তুমি এখানে কেন এসেছো ? দৈত্য তোমাকে মেরে ফেলবে !
চিন্তা কোরোনা, আমার এক বন্ধুও সঙ্গে এসেছে !
আরে ! হঠাৎ এমন অন্ধকার কেন হয়ে গেল ?
দৈত্য এসে গেছে. প্রাণ বাঁচাতে চাও তো পালাও !
তোমরা এখানে কেন এসেছো ? আমি তোমাদের মেরে ফেলবো.

আঃ!

মরবার জন্যে প্রস্তুত হও!

সাবু প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে...

আউ!

ঢিস্যুম!

হুঁকো দৈত্য মরে গেছে! তুমি খাঁচার বাইরে বেরিয়ে এস।

সত্যি তোমার বন্ধু সাবু খুব বাহাদুর!

...'S FEATURES, NEW DELHI-28

সম্রাট অশোকের গুপ্তধন
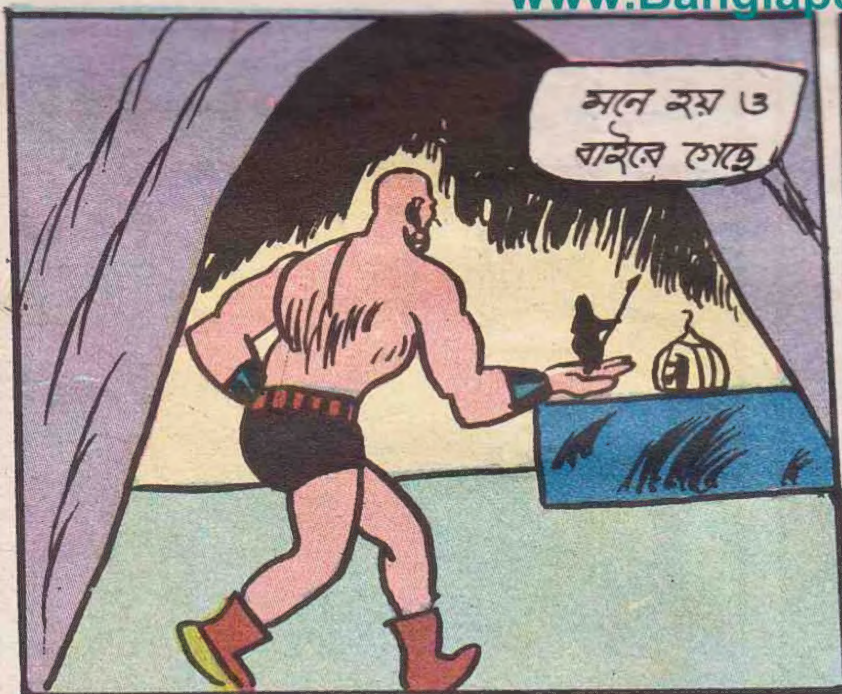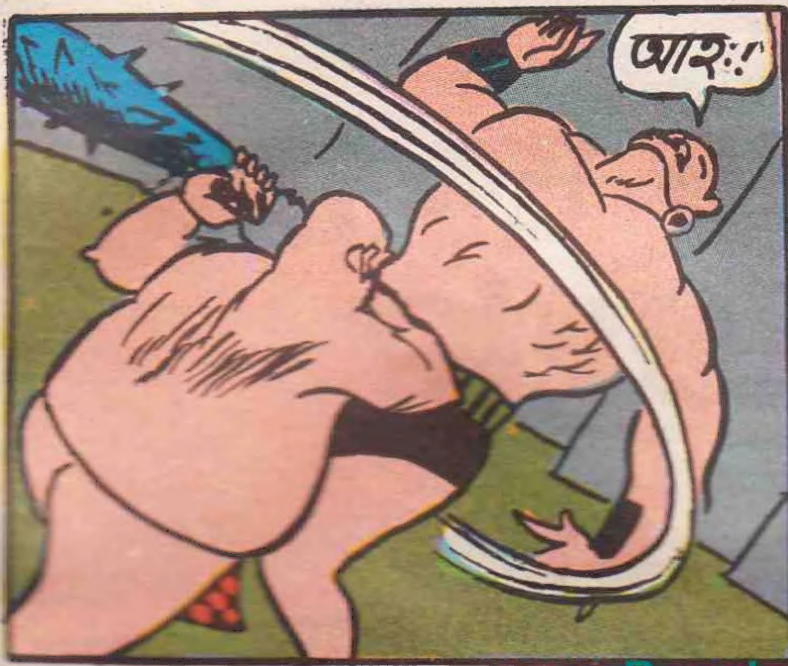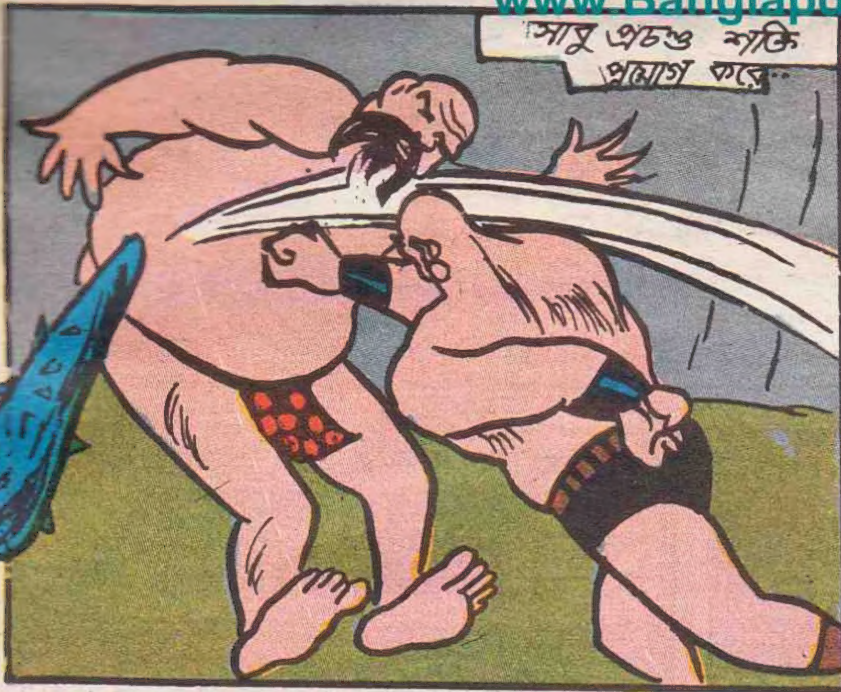
আহা! আমার মিটার বলছে যে, এই মাটির নীচে ধাতু আছে।

এই পুরোন নকশাটা বলছে যে, যেখানে চাচা চৌধুরীর বাড়ী রয়েছে, ওখানে বহু যুগ আগে সম্রাট অশোকের প্রাসাদ ছিল।

নিশ্চয়ই এই মাটির নীচে সম্রাট অশোকের গুপ্তধন পোঁতা আছে। আমার অনুসন্ধানী মিটার ভুল বলতে পারে না। আমাকে লাল চক্রধারীর কাছে যাওয়া উচিত।

ও যত সম্পত্তি পাবে, তার দশ শতাংশ আমার হবে।
সাল চক্রধারী! সুস্বাগত!
মুন্সীরাম! বড়দের কাছে আমার মত ভদ্রতা শেখো। টুপী খোল।
তোমার এত অহংকার? ভুলে যেওনা কিছুদিন আগেও তুমি একজন নাপিত ছিলে। আমিই তোমাকে আবদুল্লা দর্জির প্রাসাদটা কেনার পরামর্শ দিয়েছিলাম।
প্রাসাদের মাটি খুঁড়ে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের গুপ্তধন বেরিয়েছিল আর তুমি কোটিপতি হয়ে গেছিলে।
কিন্তু আমি তোমায় ফিস দিয়েছিলাম।
তুমি মাটির নীচে ধাতু খুঁজে বের করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। বল এবার তোমার অনুসন্ধান কি বলছে?
চাচা চৌধুরীর বাড়ী কিনে নাও।

ওর নীচে সম্রাট আশোকের হীরে-মুক্তো পোঁতা আছে। যা বেচে তুমি কোটি পতি হয়ে পড়বে।

পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী লোক! মুন্সীরাম চলো!

আমরা ঐ কাঙালের বাড়ীটা যে কোন মূল্যে কিনে নেব।

তার সঙ্গে মাটির নীচে পোঁতা মালপত্র আমাদের হয়ে পড়বে।

ওদিকে

সাবু! কোথায় চললে?

চাচাজী! শহরে একটা হাসপাতাল তৈরী হচ্ছে। আমি ওটা তৈরী করতে সাহায্য করতে যাচ্ছি।

রকেট! এখন শুধু আমরা দুজনেই বাড়ীতে আছি।

চাচা চৌধুরী! তোমার লটারী লেগে গেছে। ইন্স্যুরেন্স পেপারে সই কর। এই জরাজীর্ণ বাড়ীটার বদলে তুমি এক একর জমির ওপর তৈরী বাংলো পাবে।

নতুন বাড়ীর প্রতিটা ঘরে এয়ার কন্ডীশানার লাগানো থাকবে আর দামী কার্পেট বিছানো থাকবে টি.ভি. ফ্রিজ ইত্যাদি সব রকমের সুখ সুবিধা থাকবে।

ধন্যবাদ! আমি আমার ভাঙা চোরা বাড়ী দেবনা।

সাল যে জিনিসটা চায়, সেটা পেয়ে তবে ছাড়ে। নাও সই করো।

ভৌ! ভৌ!!

পালাও!

ভৌ! ভৌ!

আপনি পালালে বাপের নাম!

আমি ঐ বাড়ীটাকে হাসিল করে তবে ছাড়ব!

ঐ কুকুরটাকে আমি মেরে ফেলব!

কেন গুলি নষ্ট করবে? আমি সহজ রাস্তা বলে দিচ্ছি!

চাচা চৌধুরী খুব দানবীর, আমরা ঐ বাড়ীটা ওর কাছে ভিক্ষে চাইব.

ছদ্মবেশ নিতে হবে.

এই [illegible] কেমন ?

আমি সম্রাট আপাকের প্রস্তুতি হাসিল করার জন্য যে কোন কাজ করতে পারি

এসো, চলি।

ভিক্ষে দিন বাবা!

আরে, যে নিজেই ভিখারী, সে কি ভিক্ষে দেবে? অন্য বাড়ী চল।

একথা বোলনা! এই দরজা থেকে আজ পর্যন্ত কেউ খালি হাতে ফিরে যায়নি! খাবার চাই?

না, আমাদের পেট ভর্তি আছে।

আমাদের কাছে মাথা গোঁজার জায়গা নেই. দিতেই যদি চাও, তবে তোমার বাড়ীটা আমাদেরকে দিয়ে দাও.

বিনী! এসো, আমরা যাই.

একটা বাড়ী ছিল, সেটাও তুমি দান করে দিলে! পকেটে ফুটো পয়সা নেই, এদিকে দাতা কর্ণ সেজে বেড়াচ্ছ?

হুর্রে! এ বাড়ীটা আমাদের হয়ে গেছে!

এসো, খুঁড়ে গুপ্তধন বার করে নিই.

একটু দূরে—

শোন! তুমি তো বারুদের এক্সপার্ট?

হ্যাঁ ধমাকা সিং!

আমি তোমাকে আমার শত্রু চাচা-চৌধুরীকে মারতে বলেছিলাম! সে ব্যাপারে তোমার রিপোর্ট কি?

আমি ওর বাড়ীর পেছনের জমি-তে বোম পুঁতে দিয়েছি।

আর তার সঙ্গে কি ঘড়ি ফিট করে দিয়েছ, যাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে বোম ফাটে?

না, তাতে ও বেঁচে যেতে পারে!

আমার প্ল্যান একশো ভাগ পাকা! এই কলাগাছটা আমি চাচা চৌধুরী-কে উপহার দেব, যখন ও এটাকে নিজের উঠোনে পোঁতার জন্য গর্ত খুঁড়বে, হঠাৎ বোম ফেটে ও মারা যাবে।

বাহ! যদি তাই হয়, তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে।

তাড়াতাড়ি যাই।

টন ন ন ন!

পেয়েছি!

কড়্ ড়্ ড়্ ড়্ ম ম!
যাহ, গাড়িটা কাজে লাগল না! গিয়ে খুশীর খবরটা দিতে হবে.
আমি পৌঁছনোর আগেই বোমা ফাটল? দুজন লোক!
আমি দুজন লোকের হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যেতে দেখেছি.
দ্বিতীয় জন নিশ্চয়ই সারু!
এই নাও তোমার পুরস্কার পঞ্চাশ হাজার টাকা
হায়!
এটা তো কলিঙ্গ যুদ্ধের চেয়েও খারাপ হল.
এই বাড়ীটা নিরাপদ নয়! চলো এখান থেকে!

এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে প্রাণে মারা পড়ব।

চাচা চৌধুরীর মত লোকই এখানে থাকতে পারে।

হো! হো!

হা! হা!

ধমাকা সিং! কি ব্যাপার? মনে হচ্ছে?

শোন! যদি চাচা গিয়ে থাকে, তবে একে?

ওর ভূত হবে!

একিকে দাও আমার চেক!
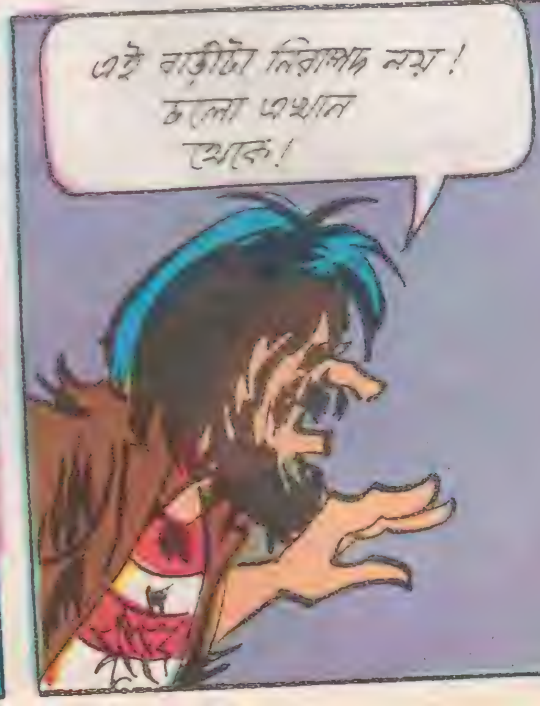
গান-বাজনা

ভোঁপু! তোমার আবার গান-বাজনার শখ কবে থেকে হল যে, তুমি বিউগিল কিনে নিলে?

শুচা! এটা দিয়ে আমি পয়সা কামাব!

এই বাজনার সাহায্যে আমি কম সময়ে ধনী হয়ে উঠব!

কিন্তু তোমার মত আনাড়ীর বাজনা কে শুনবে?

এটা শ্রোতার গায়ে চুল-কোনির সৃষ্টি করে তুলবে, কারন এতে শুকনো লংকার গুঁড়ো পোড়া আছে!

দেখ, ঐ শেঠজী আসছে! ওর ব্যাগটা কারেন্সী নোটে ভর্তি হয়ে আছে। ও ব্যাংক থেকে টাকা তুলে আনছে। তুমি ওর টাকার ব্যাগটা নেবার জন্য প্রস্তুত হও!

স্যার! এই বিউগিলের আওয়াজ বড়ই মিষ্টি!

তাই?

একটু কাছে আসুন!

পোঁ

ওহো! আমার চোখ!

মিষ্টার! ঐ কলের জলে চোখ ধুয়ে নিন। লংকা ধুয়ে যাবে!
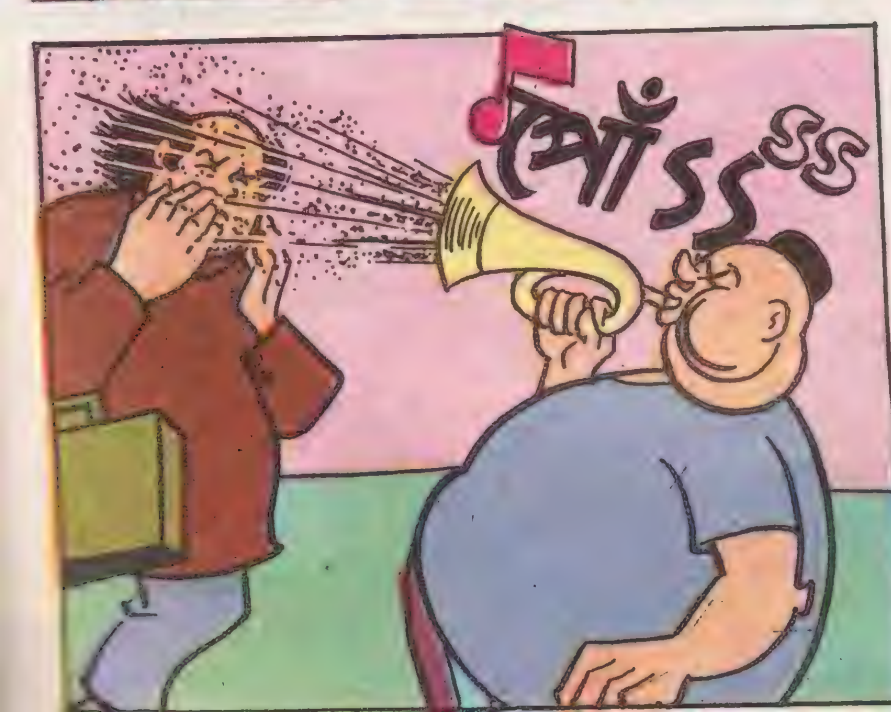
এই সুযোগ!

ছপাক্ ক্!

ভোঁপু যেমনটা বলেছিল, ব্যাগ সত্যি-সত্যিই নোটে ভর্তি!

নিন, আপনার ব্যাগ!

এ্যাঁ?? এতে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিলে, তার জায়গায় এই রদ্দি কাগজ?

ব্যাগটা আমি যেমন পেয়েছিলাম, তেমনটাই ফিরিয়ে দিয়েছি!

একটু দূরে—

আমাদের পাড়ার ক্রিকেট টীমের ক্যাপ্টেন মি. গুগলী-রামের পত্নীর থেকে এই সব গয়না বিয়েতে পরার জন্য আমি চেয়ে এনেছিলাম। এবার এগুলো ওনাকে ফেরত দিয়ে এসো। তোমার হাতে বলে এজন্য দিয়েছি, যাতে তুমি সঠিক স্থানে জিনিষ ফিরিয়ে দিতে পার।

গিন্নি! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো!

ভোঁপু! আরও একটা শিকার গয়নার থলে নিয়ে আসছে!

আমি বিউগিল সামলাচ্ছি, তুমি গয়না সামলিও!

স্যার! মধুর সঙ্গীত শুনে যান!

মাফ কোর! এখন কিছু শুনতে ইচ্ছে করছে না!

এটা তো আপনাকে শুনতেই হবে, ইচ্ছে না করলেও!

ওহোহ্!! এত জোর 'ফুঁ' দেওয়া সত্ত্বেও এটা বাজছে না কেন?

কারণ, আমি ক্রিকেট বল ছুঁড়ে তোমার বিউগিলের মুখে আটকে দিয়েছি!

আজকের রবিনহুড

আজ কি পিওন চিঠি বিলি করার কাজটা তোমাকে দিয়েছে?

না, গিন্নী! এসব আমাদের ফ্যানেদের চিঠি!
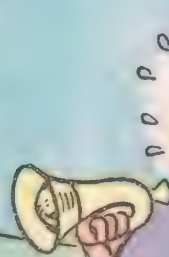
সবাই আমার প্রশংসা করে.... একমাত্র তুমিই শুধু আমাকে বোকা মনে কর!

তোমার এই গুনটার জন্যই আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলাম।

সাবু! এসো! আমাদের কারও সঙ্গে দেখা করতে অন্য শহরে যেতে হবে!

রাস্তায় একটা জঙ্গল পড়ে! রাত হবার আগেই আমাদের অন্য শহরে পৌঁছতে হবে!

জঙ্গলে –

রবিনহুড সাহেব! কেউ কি এদিকে আসছে?

হ্যাঁ, একটা বাস!

এখানে পিকনিক ভাল জমবে!

কিন্তু সামনে রাস্তা বন্ধ... একটা গাছ পড়ে আছে!

এবার কি হবে?

SCHOOL BUS
স্কুল বাস
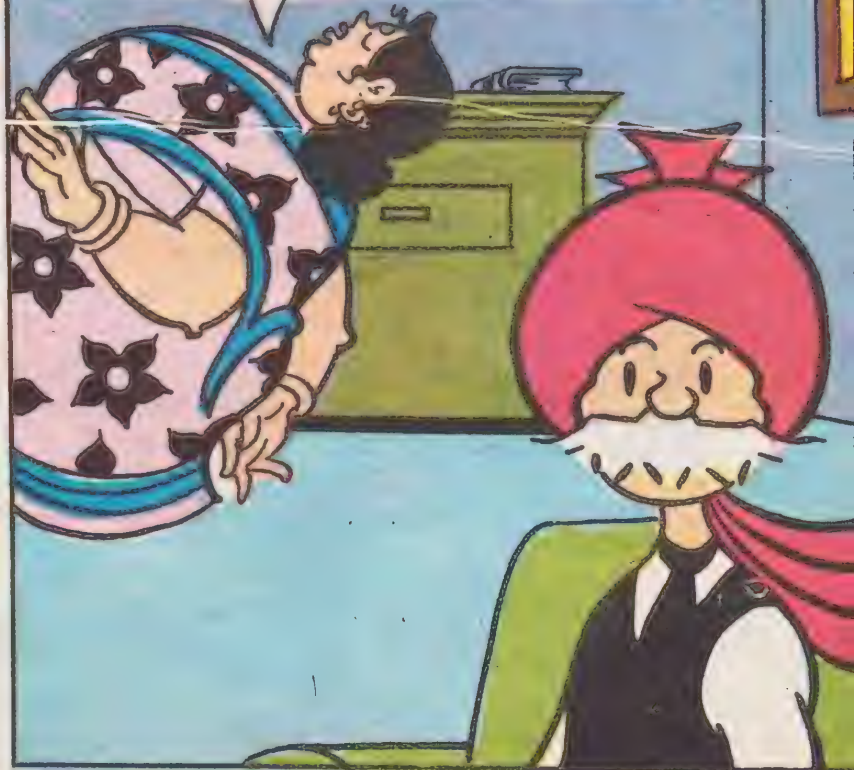
পাঁচশো টাকা দিলে আমি
এই গাছটাকে সরাতে পারি।

বড় বেশী চাইছ

তাহলে নিজে সরিয়ে নাও!

তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?
ছোট-ছোট বাচ্চারা এত ভা
গুঁড়ি কি করে সরাবে?

তাহলে টাকা বের কর।

ঠিক আছে! এই নাও পাঁচশো
টাকা

ভাইসব!
গুঁড়ি সরিয়ে
দাও!

এবার তুমি বাস নিয়ে
যেতে পার!

চলে!

ছক্কু! কি কেমন লাগল?
দারুণ, রবিন হুড সাহেব!
একটু পরে—
জঙ্গল নির্জন!
শহরে যেতে হলে এটা পার করে যেতে হয়!

গাড়ী কেন থামালে?
সামনে রাস্তা বন্ধ!
হেঠ! পাঁচশো টাকা দিলে এই গুঁড়ি সরিয়ে দিতে পারি!

এই নাও টাকা! তাড়াতাড়ি ওটাকে সরাও! শহরে একটা বিয়েতে যোগ দিতে হবে আমাদের!
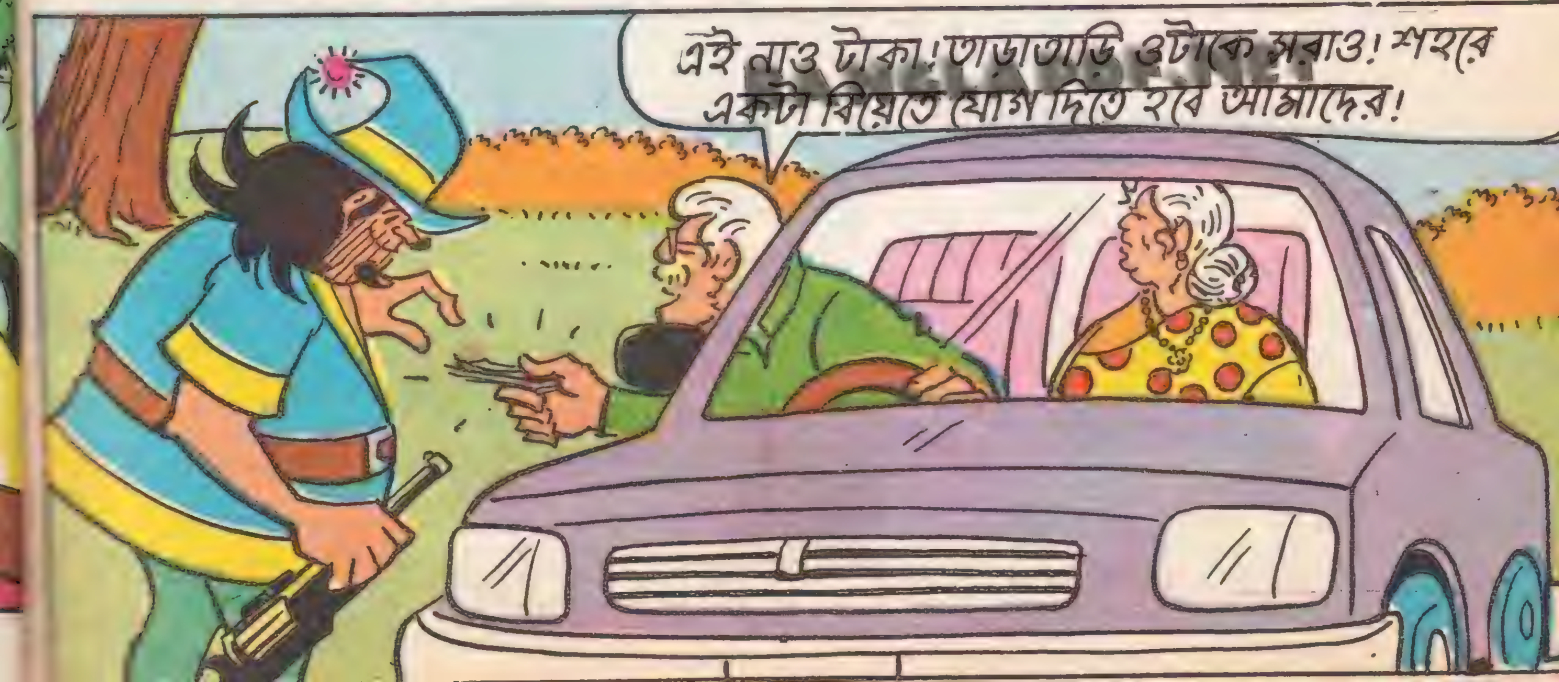
এটা তো ঠগবাজী!

একটু পরে—

ডগডগ! তোকে এবার থামতে হবে! সামনে রাস্তা বন্ধ!

ভাই! রাস্তা কেন আটকে রেখেছ?

পাঁচশো টাকা দাও, রাস্তা খুলে দিচ্ছি।

বড় বেশী চাইছ!

তাহলে গুঁড়ি নিজেই সরিয়ে রাস্তা বানিয়ে নাও!

ঐ বুড়ো এত ভারী গুঁড়ি সরাতে পারবে না!
সাবু!
??
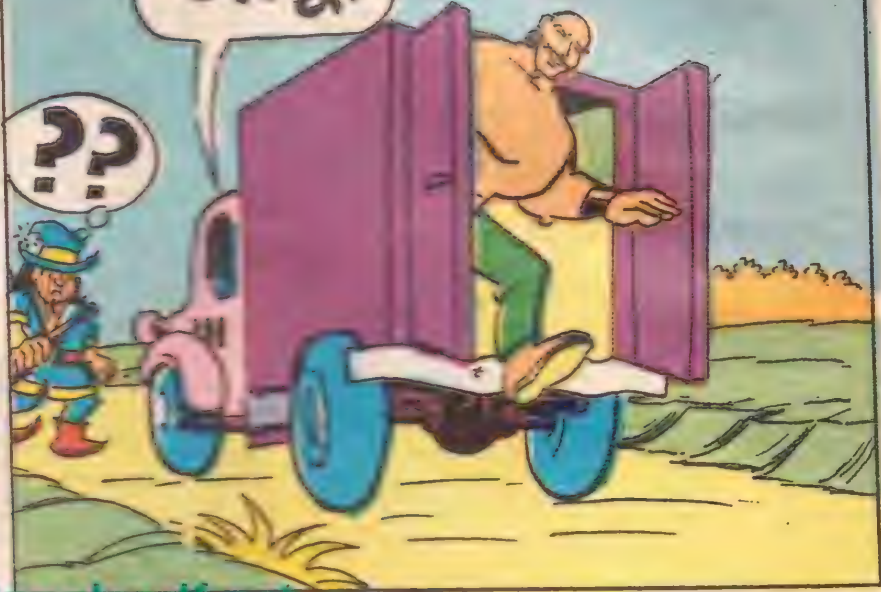
হু-হুবা!
গুঁড়ি নামিয়ে রাখ, নয়তো গুলি করব!
নাও!
বাঁচাও!
সাবু! চল, যাই!

বাদশাহ বীল

ভোলু! আজ কি বার?

আজ রবিবার—ছুটীর দিন! আজ
ব্যাংক ডাকাতির সুবিধাটা হচ্ছে এই যে, আমাদের কাজে বাধা দেবার কেউ থাকবে না!

BANK

আর অসুবিধা হল এই যে, ব্যাংকের সব দরজা-জানলা আজ বন্ধ থাকে!

কিন্তু গোন্দা...ভেতরে যাবার একটা-না-একটা রাস্তা নিশ্চয়ই হবে!

চল, বিল্ডিংটা পরীক্ষ
করে দেখি!

এদিক এসো! হয়তো কোন জানলা খোলা পেয়ে যাব!
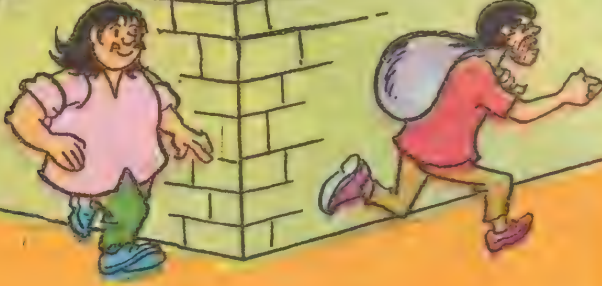
ঐ ভেন্টিলেটার দিয়ে আমরা ব্যাংকের ভেতরে ঢুকতে পারি!

কিন্তু অত উঁচুতে আমরা পৌঁছব কি করে?

আমি কিছু একটা খুঁজছি—যেটা আমাদের ঐ পর্যন্ত্য পৌঁছে দেবে!

আহা: সিঁড়ি!

আমি ঐ সিঁড়িটা চাই!

চল, এটা ওখানে ঐ দেওয়ালটার সঙ্গে লাগাও!
এবার আমরা সহজেই ভেতরে যেতে পারব!

সড়াক!
আউউ!
ধড়াম!

গুলি চালিও না! আমরা চলে যাচ্ছি।

বাজার থেকে সিঁড়ি আনতে এত দেরী হল? আমি বাড়ী রং করার জন্য সিঁড়ি আসার অপেক্ষা করে ছিলাম।

গিন্নী! আমাকে এখুনি ফিরে যেতে হবে।

চাচাজী! এই তো এলেন আপনি! এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছেন যে?

সাবু! কিছু ডাকাত ব্যাংক লুটতে চাইছিল! আমি ভয় পাচ্ছি, ওরা আবার ফিরে এসে ব্যাংক লুটের চেষ্টা না করে!

বাদশাহ বীল—
ভোলু! গোন্দা! কত টাকা এনেছ?
না চীফ! আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে!
ব্যর্থতা বাদশাহ বীল পছন্দ করে না!

একবার আমি যে ব্যাংকে নিশানা লাগাই, তার সব টাকা আমার কাছে আসা উচিত! এই কাজ এবার আমি নিজে করব।
চল!

আমি খবর পেয়েছি যে, ঐ ব্যাংকে কয়েক কোটি টাকা এসেছে!

দেখ্, তালা এভাবে খুলতে হয়।

উউউ টট!

স্ট্রং রুমে চল!

হা! হা!! এই সব টাকা এখন বাদশাহের।

কারেন্সী নোট-ভর্তি বাক্সগুলোকে ট্রাকে তুলে দাও!
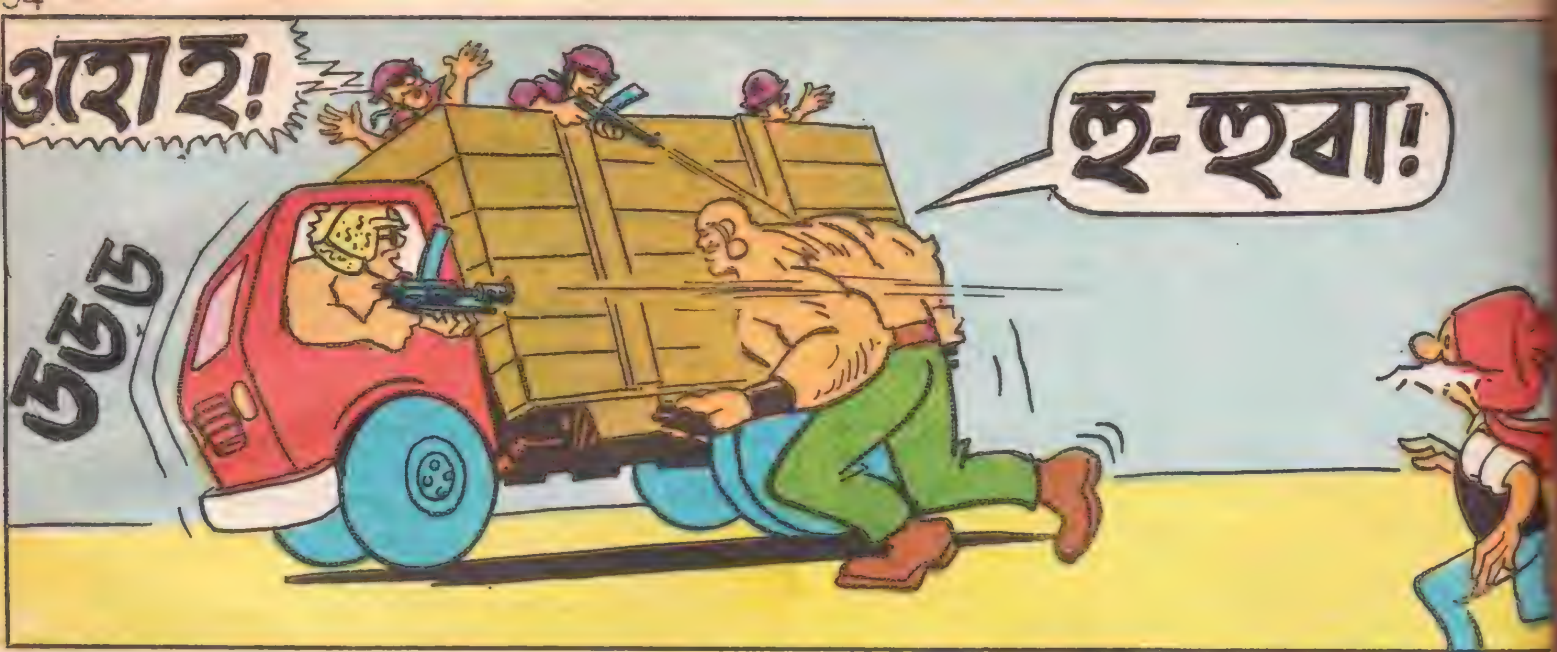
আর বাক্স আছে কি?

না! সব বাক্স ট্রাকে উঠে গেছে!

চল! দেখলে... বাদশাহ সব কিছু কেমন সহজ করে দিল!

ওহো হ! ওরা ব্যাংক লুটে চলে যাচ্ছে!

আমাদের পৌঁছতে একটু দেরী হয়ে গেছে!

সাবু! এই পটকায় আগুন ধরিয়ে ঐ চলন্ত ট্রাকের ওপর ছোঁড়!

যাও!

ভড়াম্ ম্!
ওটা কিসের আওয়াজ?
বাদশাহ! নেমে দেখতে হবে... টায়ার পাংচার হয়ে পড়েনি তো?
টায়ার তো ঠিকই আছে!
এ্যাই! তোমাদের সব টাকা ব্যাংকে ফেরত দিয়ে আসতে হবে।
??
মারো ওকে!
র‍্যাট্ টট্! টট!
উউউ

ওহোহ!

হু-হুবা!

আউ উঁ!

যাও!

সব ক'টাকে গ্রেপ্তার করে নাও!

PO

সাবু! তোমার গা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে!

বাড়ীতে চাচী চুন-হলুদ লাগিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে!
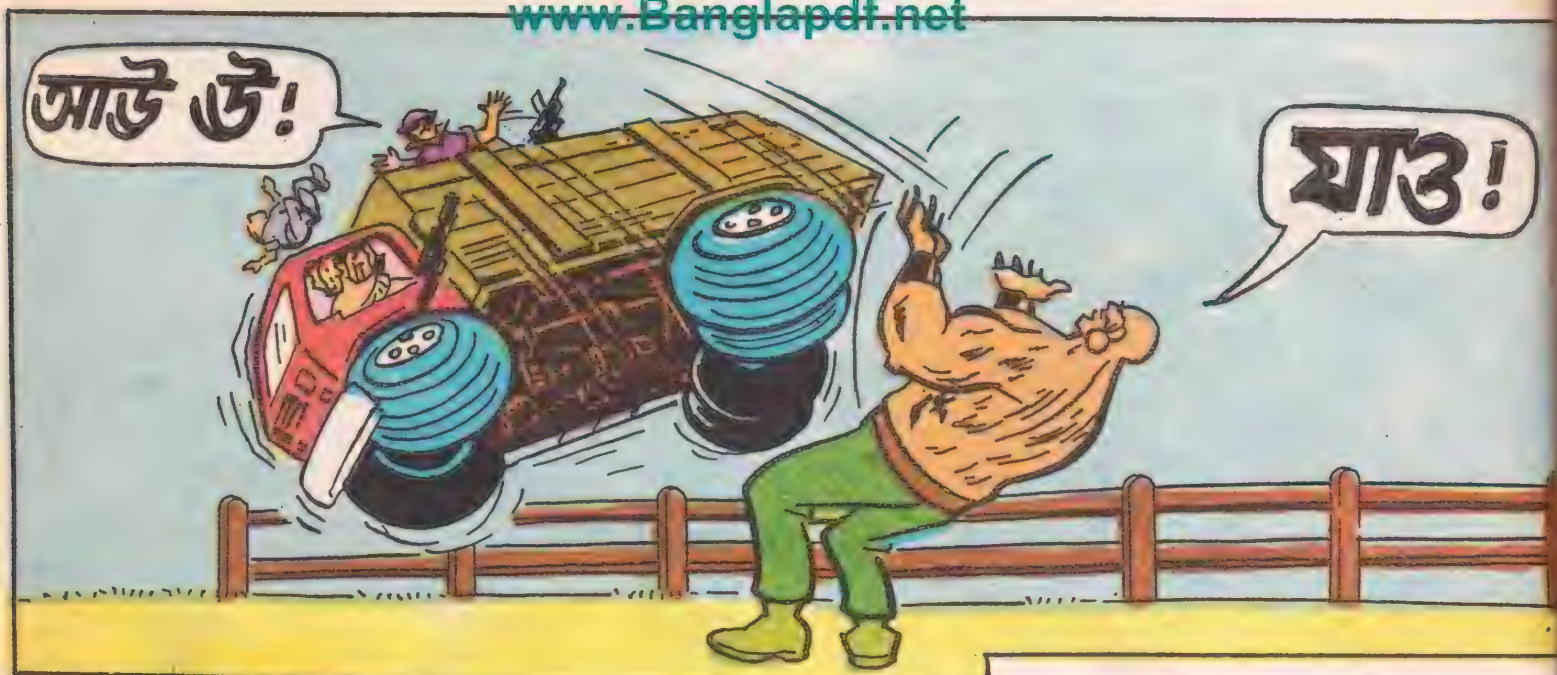
সমুদ্রের নীচে

সাবু! চল, সমুদ্রে স্নান করে আসি!

বাহহ! সাঁতার কাটার মজাই আলাদা!

সাবধানে সাঁতার কেটো, নোনা জল মুখে না চলে যায়!

ওহো হ! রকেট স্রোতে মুখে পড়ে গেছে!
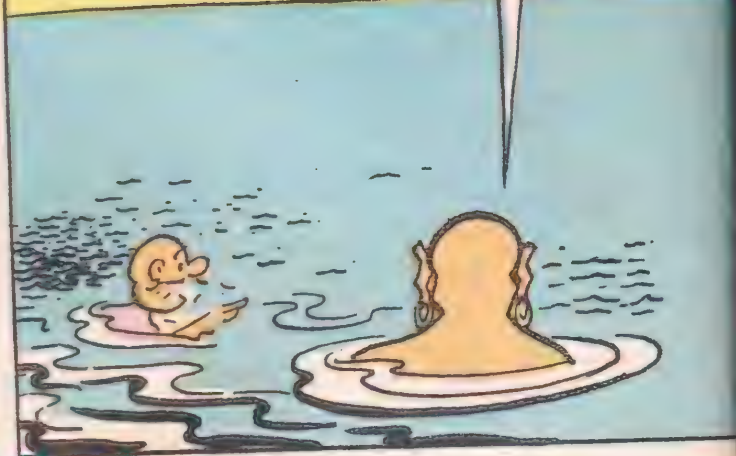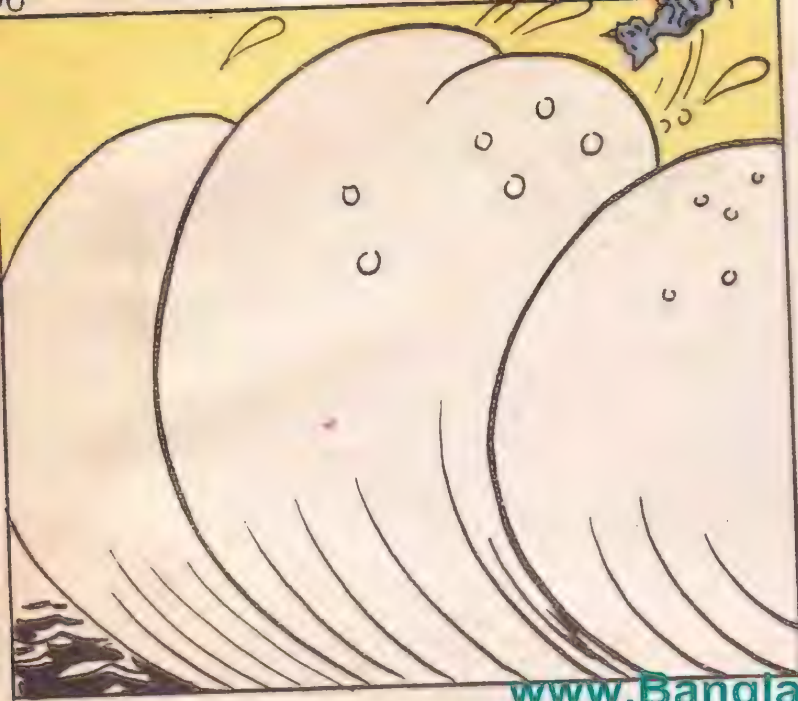
রকেট কোথায় গায়েব
হয়ে গেল?

ও ঐ উঁচু
জায়গাটায়
রয়েছে!

ওকে আমি নিয়ে আসছি!

ওহো! ঐ উঁচু জায়গাটা
আসলে তিমি মাছের পিঠ!

ও আমার কাছে এসে গেছে!

আমি তোমাকে সুরক্ষিত-ভাবে পাড়ে পৌঁছে দিচ্ছি!

যাও!

এবার আমি ফিরে যাই!

সাবু! জলের নীচে ডুব লাগাও! জলের নীচে মূল্যবান মুক্তো পাওয়া যায়!

সমুদ্রের তলায় —

আমাকে আরও গভীরে যেতে হবে!

সাবু কিছু একটা পেয়েছে!

সমুদ্রের নীচে এই বাক্সটা?

ও ঐ বাক্সটাকে সমুদ্রের ওপরে নিয়ে যাচ্ছে!

সমুদ্র পাড়ে

হীরে??

এসবের দাম কয়েক কোটি টাকা হবে!

এসব আমরা স্মাগেল করে
আনছিলাম, এমন সময়
পুলিশ এসে পড়ে। আমরা
এই বাক্সটাকে সমুদ্রের জলে
ফেলে দিই, যাতে পরে বের
করে নিতে পারি।

হীরে আমাদের!

ওহো হ!

সর.. মশার দল!!

এই হীরে রাষ্ট্রীয়
সম্পত্তি.... এদের
ঠিক জায়গায়
ফেরত দিতে
হবে।

টায়ার চোর
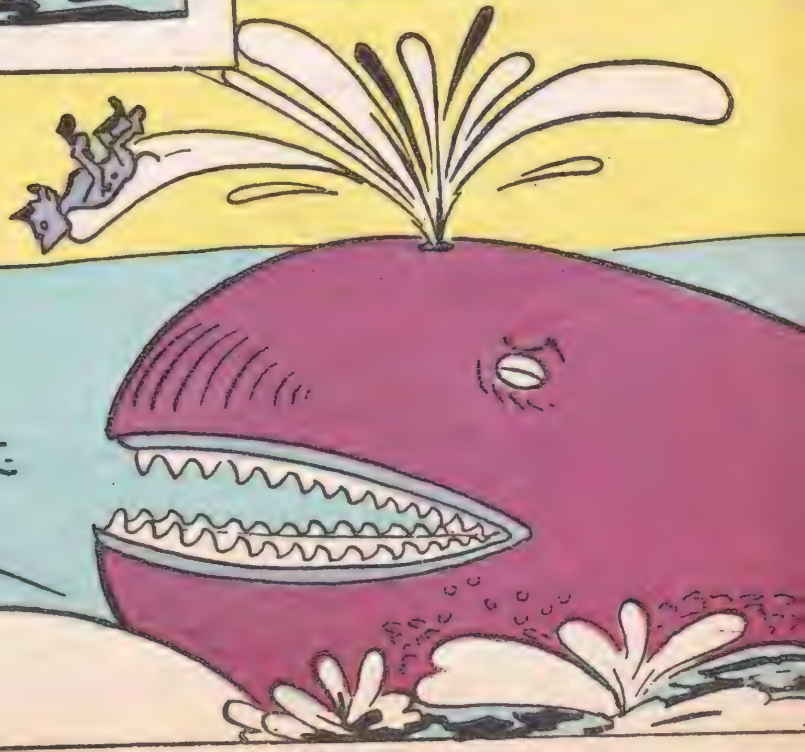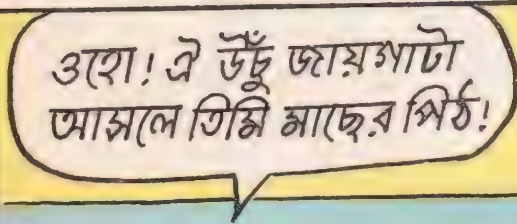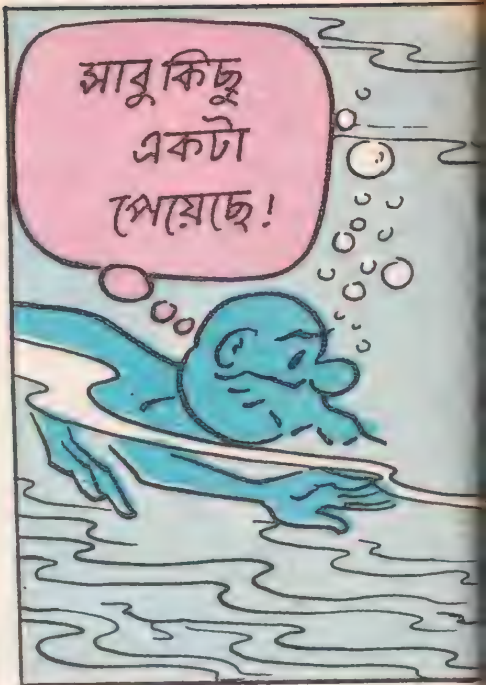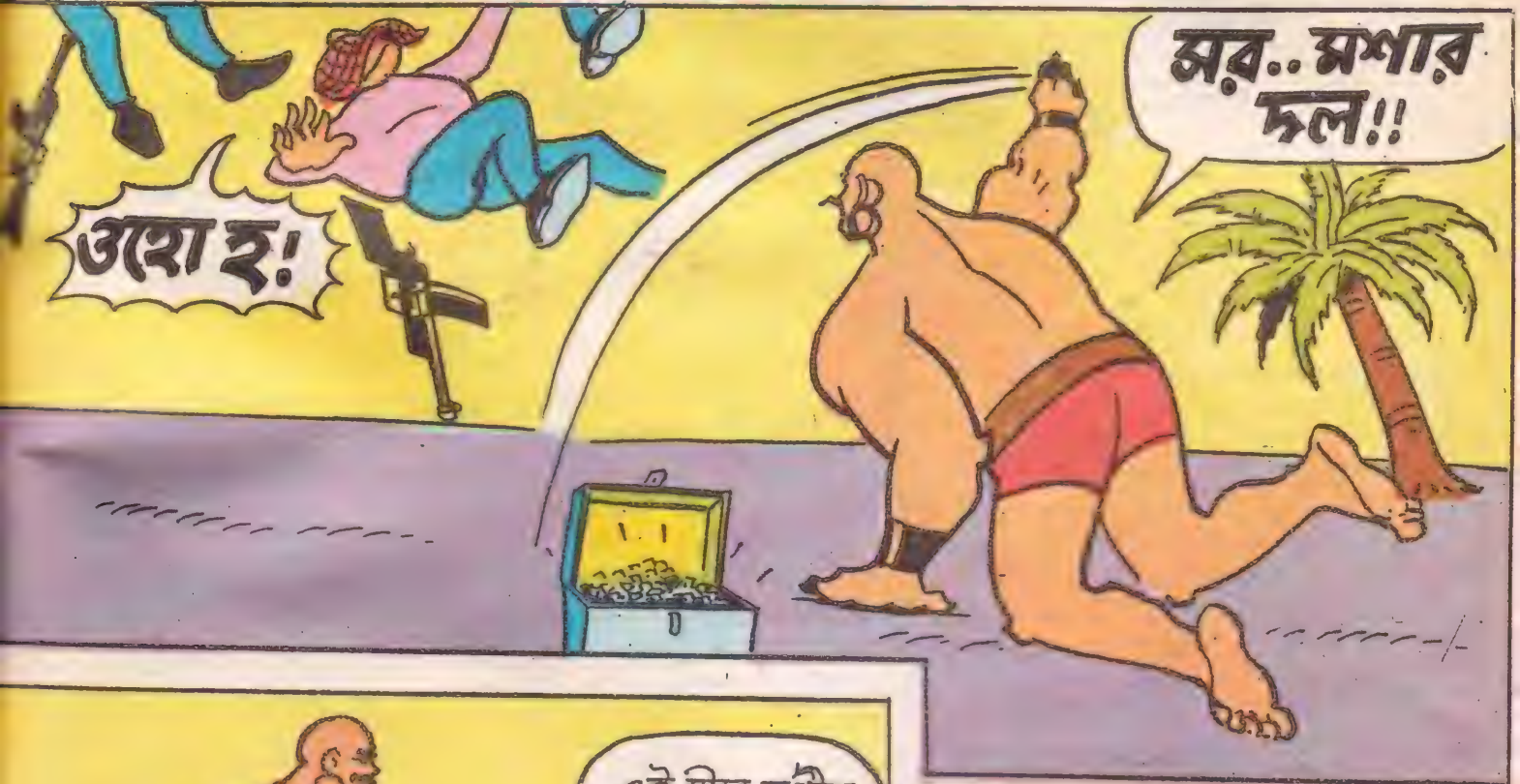
সবাই যে-যার খাবার পেয়ে গেল! কিন্তু আমার চা এল না?

নাও, গরম চা!

বাহ হ, গিন্নি! তুমি কত ভাল! আমি চাই যে, পরের সাত জন্মেও তোমার মতই বৌ যেন পাই।

সাত জন্ম কেন? অষ্টম জন্মের জন্য কি অন্য কাউকে কথা দিয়ে রেখেছ?

হা: হা!!

আমি বলতে চাই যে, আমি তোমাকে কত ভালবাসি!

ভালবাসা? তুমি কোনদিনও আমাকে শাড়ী কিংবা গয়না কিনে দিয়েছ?

ভালবাসাকে পয়সা দিয়ে বিচার কোর না।

কেন করব না? বাদশাহ শাহজাহান যদি কোটি-কোটি টাকা খরচ করে নিজের বেগমের জন্য তাজমহল না বানাতেন, তবে ওনার ভালবাসা কেউ জানতে পারত?

কিন্তু আমার কাছে পয়সা কোথায়?

চাচাজী! কাল মনসুখলাল আপনাকে যে দু হাজার দিল, তার কি হল?

সাবু যখন হাঁড়ি ভেঙেই দিল, তখন চল গিন্নি...তোমাকে শাড়ী কিনে দিই।

আজ কত দিন পর তুমি আমাকে বাইরে ঘোরাতে নিয়ে যাচ্ছ!

না! আমাদের দু'জনকে ডগডগ নিয়ে যাচ্ছে।

আজ ডগডগের মুড ভাল আছে মনে হচ্ছে। তাই, জোরে ছুটছে।
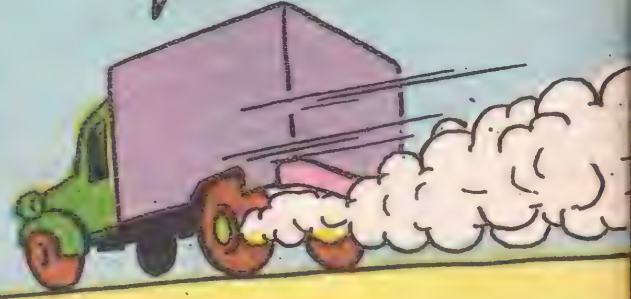
ঐ যে কাপড়ের দোকান!

SARIS
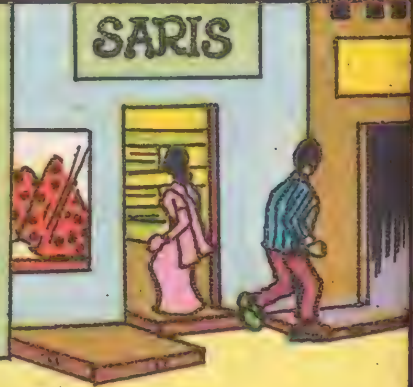
দেখুন, সিল্ক...শিফন... কটন.. সব রকম শাড়ী।

একটাও পছন্দ হচ্ছে না। আরও দেখান।
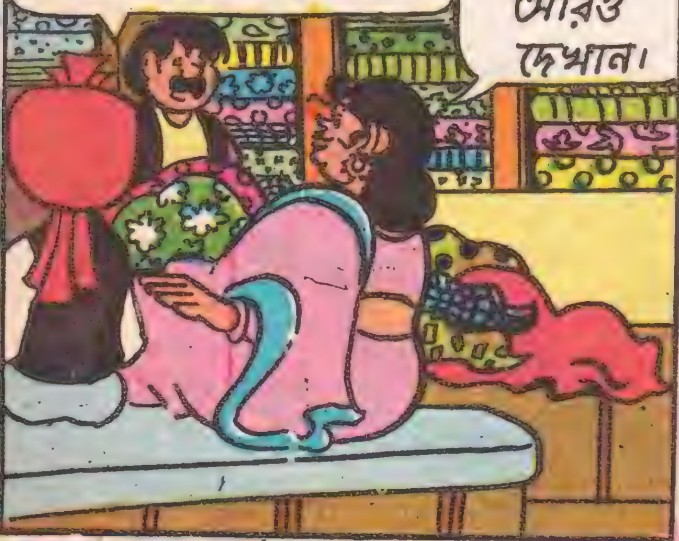
উফ্ফ্! আমি শাড়ী দেখাতে দেখাতে অস্থির হয়ে উঠলাম, আপনার একটাও পছন্দ হল না।

আমি গত তিরিশ বছর ধরে একে সহ্য করে আসছি! তুমি আধ ঘন্টাতেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে?

বাইরে... মারলী চোর
যদি ঐ ট্রাকটার টায়ার চুরি করে নিই তো কেমন হয়?
টায়ার তো ঘষে গেছে। কিন্তু সিনেমার পয়সা ঠিকই পেয়ে যাব।

হোটেল
শাড়ী
এ্যাঁ?? ডগডগের টায়ার কোথায় গেল?
গিন্নী! চিন্তা কোর না! ওটা ঠিকই পেয়ে যাব। একটু অপেক্ষা কর।

টায়ার কিনবে? মাত্র ৫০ টাকায়।
মন্দ নয়! কেটে চটির তলায় লাগানো যাবে।
ওহোহ্!
ওটা থেকে হাওয়া বেরোচ্ছে।

বাঁচাও!

জ্ জ্ জ্!

ঝড় তো ওঠেনি, তবু তুমি উড়ে এলে কি করে?

টায়ারের তীব্র হাওয়ায়!

থপ পপ্প্প!

তুমি যদি থানায় না যেতে চাও, তো ঐ টায়ারটা আমাকে দেখাও।

এদিকে এসো।

এই যে ওটা! কিন্তু এর তো সব হাওয়া বেরিয়ে গেছে?

হাওয়া সাবু ভরে দেবে

দানুকের বল

কি? একা-একাই খেলছ।

কি করব? দ্বিতীয় কেউ খেলার নেই।

এই দানুক আছে।

ঠিক আছে! ম্যাচ হয়ে যাক।

কিন্তু আমি নিজের বল ব্যবহার করব।

রাজী আছি।

আমি বাড়ী থেকে উইকেট নিয়ে আসছি।

দানুক! তুমি তো ক্রিকেটকে ঘৃণা করতে। তবে সাবুর সঙ্গে ম্যাচ খেলতে কি করে রাজী হয়ে পড়লে ?

ওর ব্যাট আমি ভাঙব। ও আমার বলে খেলতে রাজী হয়ে গেছে। এই পাথরের বল ওর ব্যাট ভেঙ্গে দেবে। আমার দারুন মজা হবে!

সাবু! তুমি ক্রিকেটের বল কেন রেখে যাচ্ছ?

দানুক নিজের বলে বল করবে।

তাহলে তুমি ঐ ব্যাটটা রেখে এটা নিয়ে যাও।

ঠিক আছে! এটাই নিয়ে যাচ্ছি।

এই আমলাও আমার প্রথম বল।
ধড়াক!

কড়াকক!
আ উ উ উ!
তোমার চাল উল্টো পড়েছে।
ও যদি পাথরের বল ফেলতে পারে, আমিও লোহার ব্যাট ব্যবহার করতে পারি।

ধমাকা সিং-এর ষড়যন্ত্র

টিম্বার মার্চেন্ট

সাবু! তুমি কি দুটো প্লাই বোর্ড আমার বাড়ী পৌঁছে দিতে পারবে?

নিশ্চয়ই পারব, শেঠ লখলখ!

এটা আমার জন্য এমন কোন ভারী কাজ নয়।

STO

এসো আমার পেছনে!

বাহ হ! এই উঁচু বাড়ীটার ছাদ থেকে শহরের দৃশ্য কত ভাল লাগছে!

ওবা! ও হচ্ছে চাচা চৌধুরী! ওকে ছাদ থেকে ফেলে দিলে কেমন হয়?

কিন্তু ওর সঙ্গে আমাদের কি শত্রুতা, নোবা?

ডাকু ধমাকা সিং হচ্ছে চৌধুরীর শত্রু। ও বলেছে যে, যে চাচাকে মারবে, তাকে ধমাকা কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার দেবে।

তবে এসো! ওর ব্যবস্থা করে দিই।
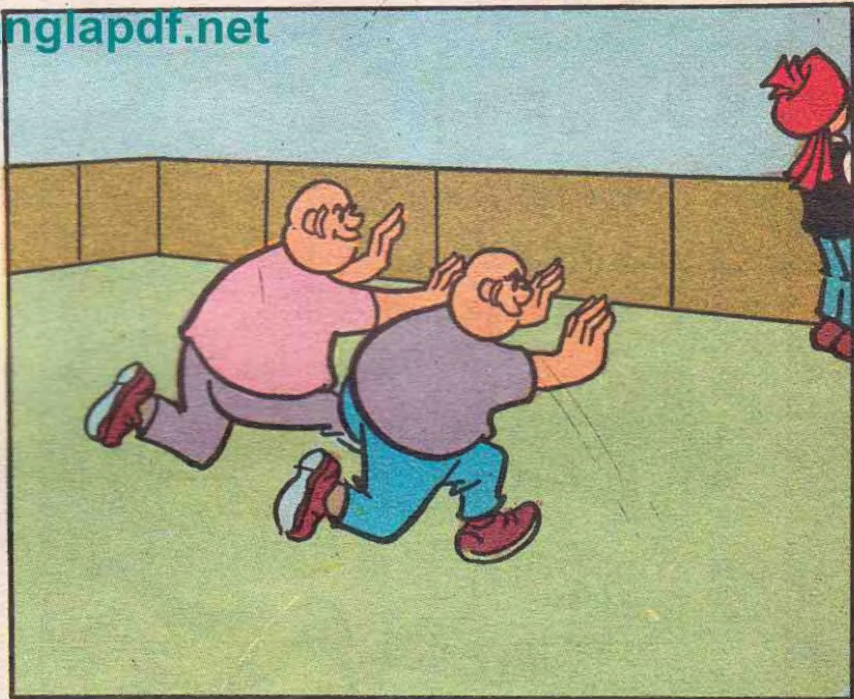
এত উঁচু থেকে পড়লে ওর হাড় পাউডার হয়ে যাবে।

ধাক্কা!

ধপপা!

টুইং গাং!

থপপপ!

কত আম!

ওদিকে—

এসো, এবার নিজেদের পুরস্কার নিয়ে আসি।

ধমাকা সিং! সুসংবাদ! আমরা চাচা চৌধুরীকে নরকে পাঠিয়ে দিয়েছি। বের কর কুড়ি হাজার টাকা।

বিশ্বাস হচ্ছে না।

ওর বাড়ী গিয়ে দেখে নাও! মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকেরা কান্নাকাটি করে।

ঠিক আছে! ওর বাড়ী গিয়ে দেখছি যে, ওর ওখানে মৃত্যুশোক পালন করা হচ্ছে কি না?

গিন্নী! নাও, আজ প্রাণ ভরে আম খাও! এই সমস্ত আম আমি ফ্রীতে পেয়েছি।
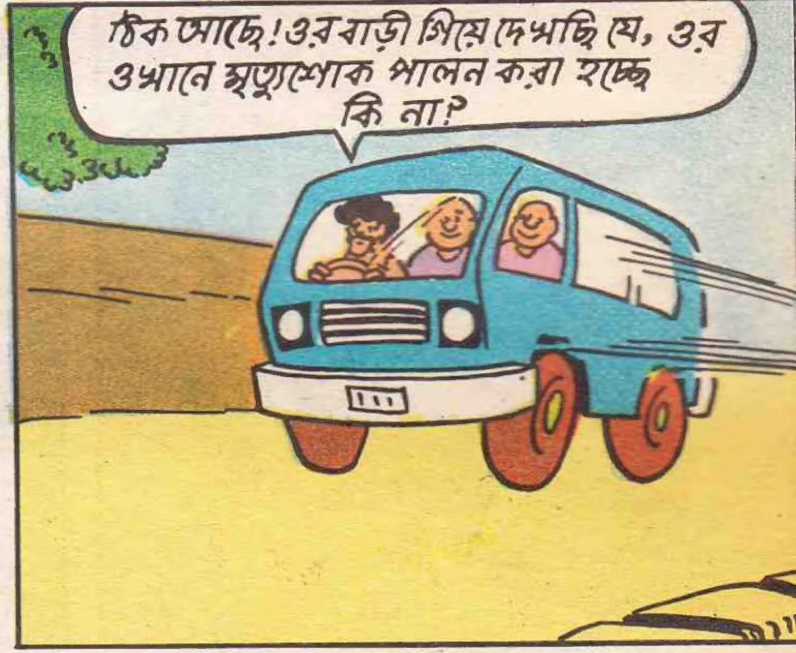
এবার আমি নিজে ওকে যমের বাড়ী পাঠাব।

চাচা চৌধুরী! মরার জন্য প্রস্তুত হও।

ধমাকা সিং! আমি মরতে ভয় পাই না। কারণ, তোমার স্টেনগানে গুলি নেই।

গুলি আছে।

তাহলে আগে মাটিতে ফায়ার করে দেখাও।

দেখ!

ব্যাট টঁ টঁ টঁ!

ওহো হা!

ফোয়ারা!

পালাও!

এখানে মাটির তলায় জলের পাইপ পাতা আছে।

তোমার এই বন্দুক বেচে প্লাম্বার দিয়ে পাইপ লাইন সারাতে হবে।